তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৪৩

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- আজকের অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান এবং নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান লার্নিং ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. মাসুদুল হাসান।

তারিখ- ১-০৭-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ প্রিয় দর্শক অনিশ্চিন্তে কোভিড-১৯ তার অনিশ্চয়তা আরো বাড়িয়ে তুলছে নানা ধরনের ভেরিয়েন্ট বিশেষ করে এখন ডেল্টা ভেরিয়েন্ট দিয়ে। বাংলাদেশের বাইরে নয় বাংলাদেশে এখন কোনদিন আক্রান্তের সংখ্যা কোনদিন মৃত্যুর সংখ্যা কোনদিন শনাক্তের পরীক্ষার বিপরীতে আক্রান্তের রেকর্ড ছুচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশে এখন লকডাউন এর মধ্যে এবং এই লকডাউন সপ্তাহব্যাপী আপাতত এটি বেড়ে দুসপ্তাহ হবে কিনা সেটি নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা। এটিকে ঘিরে রয়েছে আর টিকা নিয়ে এখনো কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোন দিন বলছেন যে গোপালগঞ্জে টিকা তৈরি হবে কোনদিন আবার বলছেন এই মাসে প্রচুর টিকা আসবে কোথা থেকে আসবে কত আসবে এটি নিয়ে বলতে পারছেন না। সব মিলিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে বাংলাদেশ পরিস্থিতি বাংলাদেশের কোভিড পরিস্থিতি এবং সেইসঙ্গে বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্ক থেকে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর ডা. মাসুদুল হাসান একজন কার্ডিয়লজিস্ট এবং মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্সটিটিউশন পরিচালক, আমাদের সঙ্গে ঢাকার বসুন্ধরার বাসা থেকে যুক্ত হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। স্বাগতম আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায়। আমি প্রথমে একটু প্রফেসর ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান আপনার কাছ থেকেই শুনতে চাই শুনতে চাই বাংলাদেশের কোভিড পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে ।

ডা.মোঃ সায়েদুর রহমানঃ ধন্যবাদ চ্যানেল আই কে এবং আপনাকে আমায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। পরিস্থিতি তো আসলে আমরা গত কয়েকদিন যাবত যা খেয়াল করছি এটা দীর্ঘদিন যাবৎ চলছিলো কিন্তু গত কিছুদিনের মোমেন্টাম যেভাবে নিয়েছে তাতে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটছে বলা চলে যেটি আসলে প্রেডিক্টেবল ছিল গত প্রায় এক মাস ধরে বিশেষ করে যখন নাকি ভারতের ডেল্টা ভেরিয়েন্ট আবির্ভাবের পর বর্ডার সিল করা হলো তারপরও আমাদের আসলে এই চার হাজার কিলোমিটার বর্ডার দিয়ে এটাকে সেভ করা যায়নি এবং পাশাপাশি তো আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে বিরাট ধরনের উদাসীনতা প্রথম দিক থেকেই ছিল এবং তার ফলে আপনারা যে কথাটি আপনার মুখ দিয়ে বললেন যে আসলে কোনদিন সর্বোচ্চ মৃত্যু কোনদিন সর্বোচ্চ

সংক্রমণ কোনদিন সর্বোচ্চ হার। অতএব এখন আমরা প্রতিদিন এই রেকর্ড ভাঙতে থাকবো আসলে এরকমই চলবে এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক সত্য কারণ এটাকে থামানোর জন্য যেসকল বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবলম্বন করে সফল হয়েছে তার কোনোটিই আসলে তেমনভাবে কার্যকরভাবে আমাদের দেশে প্রয়োগ করা যায়নি। অতএব আমরা খুবই উদ্বিগ্ন আমরা মনে করি যে আসলে আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থা যেটি আছে এবং এটিকে লড়াই করার এই মহামারী মোকাবেলা করার যে প্রস্তুতি সামর্থ্য আমাদের আছে সেটি সর্বোচ্চ সীমানায় আমরা পৌঁছেছি এমনকি কোন কোন জেলার কাঁটা লেবেলের ধরলে পরে সেই সীমানা আমরা অতিক্রম ও করে ফেলেছি। অতএব এটি বেশ ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং আমরা মনে করি আর কি ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার যথেষ্ট কোন পদক্ষেপও আসলে দৃশ্যমান নয়।

জিল্লুর রহমানঃ জি শুনবো আপনার কাছ থেকে আরও। ডক্টর মাসুদুল হাসান আপনার কাছ থেকেও বাংলাদেশ পরিস্থিতি শুনতে চাইবো একই সঙ্গে একটু বুঝতেও চাইবো যেহেতু আপনি যুক্তরাষ্ট্রের আছেন নিউ ইয়র্কে আছেন এবং কোভিডর সবচাইতে ভারনালেবন দেশ যুক্তরাষ্ট্র এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিস্থিতি তাই হঠাৎ করে আমূল বদলে গেল এবং পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এবং যুক্তরাষ্ট্রে স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা ফিরে আসতে শুরু করেছে বেশ ভালোভাবেই ফিরে এসেছে। সো সেখানটাতে ও ম্যাজিকটা কি সেটা একটু বুঝতে চাইবো। বাংলাদেশ পরিস্থিতি দূর থেকে কেমন দেখছেন আমরা প্রফেসর সাইদুর রহমান ভেতর থেকে দেখা কথা বলছিলেন আপনি দূর থেকে কেমন দেখছেন এবং সেইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে পরিবর্তন টা হঠাৎ করে ঘটলো করতে শুরু করলো সে কি কেন কিভাবে?

ডক্টর মাসুদুল হাসানঃ ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই আপনাকে এবং চ্যানেল টেলিভিশন প্রফেসর সাইদুর রহমান ভাইকে এবং চ্যানেল আইয়ের সম্মানিত দর্শকবৃন্দ। একটা প্রশ্ন করেছেন কথাটা আসলেই ধ্রুবতারার মতো সত্যি। যখন সরকার চেঞ্জ হলো সাথে সাথে বাইডেন বললেন যে আই উইল ভ্যাক্সিনেটেড বাই জুন এভরি বডি ইন ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা। এবং উনি মে মাসের শেষের দিকেই সেভেন্টি পারসেন্ট টোটাল অপারেশন অফ ইউনাইটেড স্টেট প্রায় ভ্যাক্সিনেটেড। জুলাই ফোর এ ঘোষণা দিতে চাচ্ছেন যে ইট ইস ফ্রী কোভিড ফাস্ট কান্ট্রি ইন দা ওয়ার্ল্ড। যে কান্ট্রি টা ইন্ডিয়া থেকেও খারাপ ছিল এবং যে কান্ট্রিতে প্রচুর লোক মারা গিয়েছে শিক্ষার্থীরা আমূল পরিবর্তন। আমরা দেখেন অল রেডি মিটিং করা শুরু করেছি সবকিছু নরমাল থেকে। এখন আবার গতকালকে শুনলে অবাক হবেন মার্নিং আসছে দেখ এনিটাইম ডেল্টা ভাইরাস কেন ইন্টার ইউনাইটেড স্টেটস। যাদেরকে ভ্যাক্সিনেটেড করা হয়েছে সবাইকে বলা হচ্ছে যে ইউ শুড ওয়ার ইউর মাস্ক ইন মাস্ক এরিয়া ইন পাবলিক এরিয়া। নিউ ইয়র্কে কিন্তু সবাই এখন মাস্ক পড়ছে। ফিজিক্যাল ডিসটেন্স কতটা মেইনটেইন করছে না মাস্ক পড়ছে অল ভ্যাক্সিনেটেড। অতএব কুরিয়ার প্রিপেয়ার ফর অল ওভার দা আমেরিকা প্লিজ প্রিপেয়ার দ ইট ইস নর্মাল ফর ডেল্টা ভাইরাস। দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে যে গতকালকে একজন ডেল্টা ভাইরাসের পেশেন্ট পাওয়া গিয়েছে কয়েকদিন আগে মৃত্যু ঢেউ ছিলো আবার কয়েকদিন ধরে মৃত্যু একটা দুইটা তিনটা এবং হসপিটালাইজেসন ৪০০ এবং মৃত্যুর সংখ্যা পুরো আমেরিকাতে ২০০ তে নেমে

আসছিল আবার ওঠার মধ্যেই থাকছে। সুতরাং এই করোনা নিয়মে থাকতে হবে আর বাংলাদেশের কথা যেটা সাইদুর রহমান আমি তার সাথে একমত। বাংলাদেশ সরকার কিন্তু লকডাউন দিয়ে চেষ্টা করছে। ইট ইজ নট লকডাউন কারণ যে লকডাউন আগে হয়েছে এটা যদি একদম কমপ্লিট শাটডাউন হতো ১৫ দিনের জন্য হোল বাংলাদেশ যেটা আমি আপনি টেলিভিশনে বলেছিলাম অনেক বাড়ি যে জনগণ আমাদেরকে সচেতন হতে হবে নিজেকে বাঁচাতে হলে সরকার একার টানা সম্ভব নয় আপনারা সবাই ঘরে থাকবেন এবং ভ্যাক্সিনেটেড এখন কিন্তু আমাদের দেশ কিন্তু পিছিয়ে পঞ্চম তম দেশ ১৯৯ টা কান্ট্রির মধ্যে ভ্যাকসিন শুরু করেছে। দুর্গা দুর্ভাগ্যবশত সেরাম ইনস্টিটিউট ভ্যাকসিন শেষ হয়ে যাওয়াতে এবং ইন্ডিয়ায় অকাল পরিস্থিতিতে আমরা টাকা দেওয়া সত্ত্বেও লন্ডন থেকে এবং বাংলাদেশের জন্য ভারত থেকে কোন ভ্যাকসিন আসে নাই। এটা কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো আমি এখন দিতে পারতাম না যেমন আমার দেশের লোক আগে তারপর ভ্যাকসিন। তারপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছেন অনেক অনুদান যাচ্ছে তবে ভ্যাকসিন সম্বন্ধে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন লোক মানে ১৫ লক্ষ লোক এখন এস্ট্রোজেনিকা অক্সফোর্ডের সেকেন্ড এখনো পান নাই। তো আপনাকে আমি ভ্যাকসিন নিয়ে লেটেস্ট সিচুয়েশন ইটস এ ভেরি গুড সিচুয়েশন ফর আওয়ার কান্ট্রি উই আর গেটিং দা ভ্যাকসিন

জিল্লুর রহমানঃ ডা. স্যার মাকসুদুল হাসান আমরা ভ্যাকসিনের প্রসঙ্গ টাতে একটু পরে আসি। আমি একটু প্রফেসর সায়েদুর রহমান আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইব যে এই যে জেটি আপনি পরিস্থিতি বললেন এবং ডক্টর মাসুদুল হাসান একই বক্তব্য রাখলেন এবং লকডাউন এর নামে আসলে যেটি হয়েছে এটি আসলে লকডাউন হয়নি আমি আসলে একটু বুঝতে চাইছি যে প্রফেসর মাসুদ এই বিষয়ে কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন আমি জানি যে সরকারের উচ্চতর মহলে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। সো এই যে আমরা গতবছর যেখানে আমরা সবাই লকডাউন বলছিলাম আমরা সাধারন সত্যি বললাম কয়েক মাস সেই ছুটি ভোগ করলো কিন্তু পরিস্থিতি তেমন কোনো উন্নতি হলো না, নানা কারণে হয়তো আমরা অত খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে যায়নি এবং এরপরে বলা হলো লকডাউন, এরপরে কঠোর লকডাউন, এখন আবার লকডাউন এর সঙ্গে শাটডাউন এবং একবার শুনি সাতদিন আবার শুনি ১৪ দিন। এইযে দ্বীধাহীনতা সেটি কেন এখন সকালে এক ধরনের নির্দেশনা, বিকালে আরেক রকমের নির্দেশনা সোমবারের নির্দেশনা বৃহস্পতিবার এ আরেক নির্দেশনা এই যে পাল্টে যাচ্ছে পরিস্থিতি সেটি কেন বলে মনে হয় আপনার কাছে ।

ডা. মোঃ সায়েদুর রহমানঃ এটা আসলে তো মানে এক নম্বরে আমি প্রথমে আমি বলবো যে প্রথমবার যে লকডাউন সেই ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তহীনতা বা আমাদের যে ধরনের দীধাঁ দেখা গিয়েছে সেটা আসলে বিশ্ব বাস্তবতায় গ্রহণযোগ্য...

জিল্লুর রহমানঃ হম... আপনি গতবছরের কথা বলছেন

ডা. মোঃ সায়েদুর রহমানঃ গতবছরের। সেটাইতো...

জিল্লুর রহমানঃ জি গত বছর বাংলাদেশ লকডাউন বলিনি। সাধারণ ছুটি বলেছে।

ডা. মোঃ সায়েদুর রহমানঃ সাধারণ ছুটি বলেছে।

জিল্লুর রহমানঃ জি...

ডা. মোঃ সায়েদুর রহমানঃ সে যে সেখানে যে বিভ্রান্তি গুলো বা ভুল ত্রুটিগুলো সেগুলো আসলে আমরা ইগনোর করতে পারবে এঅর্থে তখন পর্যন্ত আসলে আমাদের পৃথিবীতে মহামারী এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান কম ছিলো এবং লকডাউনের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন দেশের চীন ছাড়া বাকি দেশগুলো তখন সবাই এটা প্রথমবারের মতন সবাই চেষ্টা করছে। কিন্তু তারপর যে কথাগুলো আপনি বললেন যে তারপর থেকে যা চলছে তা বিভিন্ন বিশেষণ দিয়ে লকডাউন কে ক্যাটাগরাইজ করার চেষ্টা করা। এইগুলা আসলে লকডাউনের যে মূল স্পিরিট টা যেটা মাসুদ স্যার বলছিলেন যে আসলে এটা হচ্ছে মূল কথা যে চলাচল বন্ধ করো এই স্পিরিট টা এই মেসেজটা আমরা কখন কমিউনিকেট করতে পারে নাই। আমি যেহেতু এই কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ না কিন্তু এই সামনে কঠোর সাধারণ কঠোর বিধিমালাও মাঝখানে বলা হয়েছে আবার। এইগুলো শব্দাবলীর মধ্য দিয়ে আসলে এই লকডাউন এর স্পিরিটটা কমপ্লিট হয় নাই এবং আরেকটা ব্যাপার আসলে স্পষ্ট করা দরকার কিন্তু এটা বিগ। লকডাউন একটি স্বাস্থ্য ইন্টারভেনশন। কিন্তু এটা শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সেক্টরের একার ইমপোর্ট করতে পারে না। মানে এই ইন্টারভেনশন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি স্বাস্থ্য সংস্থা হ্যান্ডেল করা। কিন্তু এটার জন্য তো সঙ্গে দেখেন খেয়াল করে এটার সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ,শিক্ষা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এর সঙ্গে এটার সম্পর্ক। নৌযোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ, নৌ পরিবহন। এইযে বিভিন্ন আন্ত মন্ত্রণালয় ইন্টিগ্রেটেড এফোর্ড দিয়ে লকডাউনএ মানুষগুলোকে একত্রে আটকে ফেলা, সেখানে চিহ্নিত করার দায়িত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়এর, চিহ্নিত করার পর ওই পরিবারগুলোকে কারণ ওই দেশগুলোতে লকডাউন সফল হয়েছে যেখানে ওখানে অভাবি পরিবারগুলো কে সহায়তা দেওয়া গেছে। কারণ উনি তা না হলে লকডাউন টা ভেঙ্গে যায় মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয়ে আসে। সো আমাদের মনে হয়েছে যে পরিকল্পনা, সেটার বাস্তবায়ন, এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সমন্বয় তিন ক্ষেত্রেই আসলে আমরা অভিজ্ঞতা পরিচয় দিয়েছি বিদায় এখানে এসে দাঁড়ালাম। এখন আমরা এইবার অবশ্য আমি এই কথাটুকু বলতেসি আজকে যে, আগামী ১ তারিখ থেকে আমরা বিভিন্ন, সরকারের তো বিভিন্ন অর্গান আছে, তার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এবারের সরকারের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে আমার মনে হচ্ছে এবার সম্ভবত সরকার আসলে তাদের এই এইবার যে সর্বাত্বক শব্দটি ব্যবহার করেছেন আমার মনে হয় যে এবার সেনাবাহিনী ব্যবহার করার কথা ভাবছেন, সেনা সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন টহলে রাখা, মুভমেন্ট পাস দেবোনা, এবং যেভাবে বলা হচ্ছে সেই জায়গায় বেশ খানিকটা যেটাতে বলি আমরা সরকারের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আপনি যে কথাটা সুন্দর করে আবার তুলে এনেছেন যে ৭ দিন আর ১৪ দিন সেটি এখনও স্পষ্ট না। এই ধরনের অস্পষ্টতা মানুষকে আসলে চিন্তার ক্ষেত্রে স্পষ্টতা দেয়নি। কারণ এটি আমাদের খেয়াল করা দরকার যে ১ তারিখ থেকে শুরু হয় ২০ তারিখ একটা ঈদ। তাহলে কি ১৫ তারিখে যদি দুই সপ্তাহও দেই তাহলে কি ১৫ তারিখে গিয়ে হর

এইটা লিফটিং হবে। মানে এই ব্যাপারগুলা তখন কি গরুর অর্থনীতি এ সিদ্ধান্ত নিব আবার? আমি এই ব্যাপারগুলোকে বিবেচনা করা মানে একটি লম্বা মেয়াদের এক দেড় মাসের পরিকল্পনা, তার সঙ্গে মানুষকেআটকে রাখা, মানুষকে সহায়তা দেওয়া, এবং এর সঙ্গে অন্যান্য যেই ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি, এটা সঙ্গে যে শিক্ষার কার্যক্রম এগুলোকে সিনক্রোনাইজ ভাবে এসিইলেকট্রিক প্ল্যানিং এর আয়ত্তে না থাকলে একটি আরেকবার ব্যর্থ হতে যাবে।
আপনার আর কোন প্রশ্ন আপনার এই...

জিল্লুর রহমানঃ জি আপনি যথারীতি প্রশ্ন তুলেছেন যে, এটি দুসপ্তাহ নয় কেন বা তারপরে ১৫ তারিখে কি পরিস্থিতি তৈরি হবে ঈদকে কেন্দ্র করে? আমরা অতীতে অভিজ্ঞতায় দেখেছি যখন সপ্তাহ, এক সপ্তাহ করে করে বাড়ানো হয়েছে এবং স্কুলের ছুটি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছুটি ও যেভাবে বাড়ানো হচ্ছে, দুই তিনদিন পরে কিন্তু পরিস্থিতি টা দেখা যায় লকডাউনের বা শাটডাউনের যাই বলি না কেন ঢিলেঢালা হয়ে যায়। তো আপনি যে এখন যেই লক্ষণটা দেখা যাচ্ছে যে কঠোর, এই কঠোর টা আসলে থাকবে কিনা সেটি একটি বড় প্রশ্ন। এবং সেইসঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন যে আমরা দেখছি এখন বলা হয়েছে এই লকডাউন এর সময় ফ্যাক্টরি চালু থাকবে, লকডাউন এর সময় যেহেতু ফ্যাক্টরি চালু থাকবে, ব্যাংক চালু থাকবে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে, তাদের একটি দাবিও ছিলো এবং সেটি মেনে নেওয়া হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন এবং সেখানে যুক্ত হিসেবে দেখানো হচ্ছে যে তৈরি পোশাক খাতের ক্যাজুয়ালিটি সেরকম হয়নি, গতবছর এটি চালু থাকবার ফলে এবং তাদের আক্রান্তের সংখ্যাও খুবই কম .০৩। সো আপনি কি মনে করেন যে এটা রাইট ডিসিশন কিনা।

ডা. মোঃ সায়েদুর রহমানঃ মাহমুদুল ভাই একটু দুই-একটা লাইন বেশি বললো যেটা একটা যুদ্ধ। আমরা যুদ্ধে কিন্তু আসলে মনে করি পাটক্ষেতে কোনরকম বোমা পরে না। তাই বলে পাটক্ষেত কি আসলে স্টাম্প করা যুদ্ধের ভূমি হিসেবে? মানে একটি ক্যান্টনমেন্টের জমি একটি পাটক্ষেতের জমির সাথে গুরুত্বের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু ভোক্তার ক্ষেত্রে আমি বলব এইটা আমরা ওয়ার ফুটিং যেতে পারছিনা। আমরা এই পুরো বনব্যবস্থা তো ওয়ার ফুটিং এ যাচ্ছে না বিধায় বিচ্ছিন্ন আলোচনা হয়নি ফ্যাক্টরি তুলে ফেলা হবে। ৪০-৫০ লক্ষ্য মানুষের মুভমেন্ট আপনি সারাদেশে ১৭ কোটির মধ্যে ১৬.৫ কোটি মানুষের মুভমেন্ট জাস্ট চেক করবেন বা ১৬ কোটি মানুষের মুভমেন্ট জাস্ট চেক করবেন মাঠে কৃষি কাজ করবে মাঠে বাজারে ফসল তুলে নিয়ে আসবে আপনি তাকে বলবেন যে বাজারে আসলে সংক্রমণ বাড়ে আর আপনি বলবেন যে আসলে এখানে সংক্রমণের হার কম বিধায় তাদের চলতে দেওয়া হবে। সেই মানুষটি কি শুধুমাত্র ফ্যাক্টরি এবং বাসা। তার সেই সমাজের সকল অংশ ধরে বাজার ধরে হাঁটবে না সে?

জিল্লুর রহমানঃ এখানে জীবিকার প্রশ্ন রয়েছে। জীবিকার প্রশ্ন ব্যবসার প্রশ্ন বাণিজ্যের প্রশ্ন আছে এখানে। যেহেতু এটি বাংলাদেশের একটি প্রধান কাজ

ডা. মোঃ সায়েদুর রহমানঃ মুদি দোকানদারের চাইতে কি আসলে গার্মেন্টস মালিকরা অতিদরিদ্র হয়ে পড়লেন? ঢাকা টা কি সবজি ব্যবসায় বেচাইতে যাকে আমরা বলছি ঘরে থাকতে। প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে যে শ্রেণীকে সবচেয়ে বেশি লালন-পালন করে সমৃদ্ধিশালী করলো এই মহা বিপদের সময় কি তাদের এই আমাদের পাশে দাঁড়ানোর কথা না? তার শ্রমিককে যদি একমাস খাওয়ানোর সামর্থ্য গত ৩৫-৪০ বছরে কি সেই প্রতিষ্ঠানগুলো অর্জন করার কথা ছিলো না? আমরা কি একটি সাধারন মুদির দোকানদার সাধারণ রিকশাচালকের কাছে এক্সপেক্ট করি যে লকডাউন মেনে চলবে। আর আমরা আশা করি যে বিরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান এই তারা আসলে লকডাউন এর ক্ষেত্রে ওহেভার চাবে। এটা আসলে আমি মনে করি না এটা স্প্রিট বিজ্ঞান তো এটা একটা বিজ্ঞানে মানুষটি আসলে যে সবজি বিক্রেতা যে মানুষ ঠিক তার মুভমেন্ট যেভাবে ভাইরাস বহনের জন্য ঝুঁকি বহন করে এটি যেখানে গাজীপুর নারায়ণগঞ্জে থাকা একটি ফ্যাক্টরি শ্রমিকের হেঁটে বেড়ানো এক্কেবারে ভাইরাস বহনে ঝুঁকি বহন করে। প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে নিয়ে টুকটাক কাঠামোবদ্ধ তারা একটু মনিটর ভালো করেন। কিন্তু তার মাধ্যমে আসলে এটি একটি খারাপ দৃষ্টান্ত সাপোর্ট করছে এই ব্যাপারটি আসলে আমাদের খেয়াল রাখা দরকার। যে জাতির মধ্যে আসলে সকল ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন স্টেকের মধ্যে মনে হচ্ছে যারা সরকারকে বেশি চাপ প্রয়োগ করতে পারবেন তারাই বোধহয় তাদের জন্য বেশখানিক সুশীলতা অর্জন করতে পারবেন। এবং এটাকে আসলে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন বলা হয় যে জীবন এবং জীবিকা। আমি আবশ্যই জীবিকা গুরুত্বপূর্ণ যেটি সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণ। যে যুদ্ধাবস্থায় এই কারণে আমি বলছি যে প্রাণ রক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছি বিধায় আমরা জীবিকা কোন যুদ্ধের সময় কি কখনো জীবিকার প্রশ্নের সামনে আসে আসলে? তখন মনে হয় যে তাকে রেশন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হবে। এটি একটি যুদ্ধাবস্থা মনোজাগতিক ভাবে আমরা সেই অবস্থানে আসতে পারছিনা বলে এই ধরনের বিভ্রান্তি গুলো আমাদের সামনে চলে আসে।

জিল্লুর রহমানঃ ডা. মাসুদুল হাসান।

ডা. মাসুদুল হাসানঃ ধন্যবাদ প্রোফেসর সায়েদুর রহমান সুন্দর কয়েকটা কথা বলে ফেলেছে। এখন আমি একটা সিম্পল উদাহরণ দিবো। বিশেষ করে লকডাউন আর শাটডাউন বাংলা অর্থ কিন্তু সেম। লকডাউন ইজ কমপ্লিটলি তালা বন্ধ শাটডাউন ইজ কমপ্লিটলি তালা বন্ধ। সুতরাং লকডাউন এবং শাটডাউন দেওয়ার আগে আমাদের মনে হয় হোম ওয়ার্কটা হচ্ছে। হোমওয়ার্ক যেটা প্রফেসর সায়েদুর রহমান এখনই বললেন যে জানতে হবে যে হোমওয়ার্ক করতে হবে যে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা কতদিন দিবো? ৭ দিন দিব না ১৪ দিন দিব। আমি নিউইয়র্ক এর সাথে একটা জোড়া করে বলি ইফ ইউ ক্যান কম্পেয়ার উইথ নিউইয়র্ক আমার মনে হয় বাংলাদেশ ১৪ দিনের যদি কমপ্লিট লকডাউন বা শাটডাউন যেটা বলে যদি যায় তাহলে কিন্তু এটা কমে আসবে। কারন কি এই ডেলটা ভাইরাসের যে ইন্ট্রোডিউসন পিরিয়ডটা যেটা ১৪ ডেস পর্যন্ত থাকে আফটার ৪১ ডেস শেষ হয়ে যায়। তো আমরা যদি যেটা প্রফেসর সায়েদুল বললেন আমরা যদি জনগণের জন্য গার্মেন্টসগুলা খুলি? হ্যাঁ সত্যি কথা গার্মেন্টস দিয়ে বাংলাদেশের ফর্কাস্ট জাহান হচ্ছে। কিন্তু মেইন দেখানো হচ্ছে যে যেটা প্রফেসর সাঈদ বললেন তারা কি দশ পনের বছর ধরে তারা ইয়ে করেছে তারা কি একটা মাস যদি শ্রমিকদেরকে খাওয়াতে পারে ধরলাম বেতন দিতে পারছে

না খাওয়া পড়াটা শ্রমিকদের পারেন এবং বাংলাদেশের যারা বিত্তশালী লোক আছেন তারাও যদি সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তারা যদি একটা ফুটেজ যেটা আমরা আমেরিকাতে করেছিলাম যে ফুড আমরা দিব প্রত্যেকে আমেরিকাতে কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে যে ফুড দেওয়া হচ্ছিলো তো এটার জন্য এরকম ফুড এর বনব্যবস্থা আমরা সবাই সরকারের হাত ধরে এবং আমি যেটা দেখছি এখানে কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা কোন সামনে এগিয়ে আসছে না। আমি জানিনা যে জনপ্রতিনিধি এবং সরকারের আমলার প্রেক্ষির ভেতরে কোন কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে কিনা আমার মতে এখানে এই প্যানডেমিক এর সময় দল মল নিজেই...

জিল্লুর রহমানঃ গ্যাপটা আছে পার্লামেন্টের সেটির সংসদ সদস্যরা আলোচনা করেছেন কয়েকজন তোফায়েল আহমেদের মতো সংসদ সদস্য তুলেছেন যে জনপ্রতিনিধিরা এখন অনেক নিচে নেমে গেছে। তাদের ওপরে আরো ডেমোক্রেসি চলে এসছে।

ডা. মাসুদুল হাসানঃ জনপ্রতিনিধি কে আপনি যতই খারাপ বলবেন সারা পৃথিবীতে জনপ্রতিনিধিই একমাত্র যে শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। জনপ্রতিনিধিরাও ধমক দিতে পারেন জনপ্রতিনিধিরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন। তো আমি বলব যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তারা যেন এই সরকারের আমাদের সাথে একসঙ্গে হয়ে দলমত নির্বিশেষে যদি অন্তত ৭ দিন কি ১৪ দিন লোকজনকে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়া হয় এবং যারা কাদেরকে দেবে যাদের নাকি রিকশাআলা যারা দিনমজুর যারা গার্মেন্টস কর্মী তাদের। এটাতে কিন্তু বেশি পয়সা খরচ হয় না। আপনি যদি প্লেনডিএক্স ফ্লাইট করে ডলার ভাঙ্গা হয়েছে আপনি অ্যামেরিকা লন্ডনে যেতে পারেন ওই ভারাটার একটা অংশ দিয়ে কিন্তু হাজার খানিক লোক খেতে পারতো। এটা কিন্তু প্রাক্টিক্যাল। আমরা যেটা বলছি যেটা প্রথম সায়েদুর রহমান বললেন আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম ৯ মাসে, তখন কিন্তু জানতাম না দেশ কখন স্বাধীন হবে। আমারও তখন খাওয়া-পরা কিন্তু ঘরের মধ্যে খেয়েছি লুকায় লুকায় থেকেছি যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কখনই আসবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছি। আমরা শুধু নয় মাসে পৃথিবীর কোন দেশ নয় আমরা বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা যে সাধ নয় মাসে এত দ্রুত মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম। সাড়ে সাত কোটি মানুষ তখন ছিলো সবাই মুক্তিযুদ্ধকে সাপোর্ট করেছিলো শেষ কয়েকজন সুবিধাবাদী রাজাকার ছাড়া এখন যারা এটা কিন্তু একটা মুক্তিযুদ্ধ জনো নেত্রী বলেছেন আমরা সবাইকে কিন্তু আমরা ভ্যাকসিন বিলি করবো বিনা পয়সায়। এবং আমাকে জনমে তুই কিন্তু সারা রাত অব্দি উনি চিন্তা করছেন ঘুমান না উনি দেখছেন কি হয় আমরা সবাই আমি কাল এই লিস্টটা পড়বো। আমলাদের সাথে আমার জনপ্রতিনিধি আমার পিপল রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা আছেন তাদের সমন্বয় করে জনপ্রতিনিধিরা গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় এবং ঢাকা শহরে এবং দেখেন লকডাউন যেটা করা হয়েছে এবং আগে যেটা বললেন গতবারের লকডাউনটাও সবাই সরকারি ছুটি ভেবে সবাই বাসায় চলে গেছে তো সারা পৃথিবী তখন লন্ডভন্ড ছিলো। পুরা বাংলাদেশ আমাদের ফ্রন্টলাইনের ডাক্তাররা ফ্রন্টলাইনাররা পুলিশ আর্মি সবাই কিন্তু সুন্দর ভাবে সেটা মোকাবেলা করেছে। এখন আমরা মোকাবেলা করতে আমাদের বাংলাদেশের ডাক্তাররা কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো ডাক্তারের থেকে কম নয়। বরংচ আমি বলব দেয়ার এক্সপার্ট টু ফাইট ইন দা কোভিড। কিন্তু আমরা যদি আর এর জিনিসটি প্রফেসর সায়েদ জানেন যে ডেল্টা ভাইরাসটি কিন্তু আগের ভাইরাসের মতো না। এটা কিন্তু নিউটেটেড ভাইরাস। এটার প্রথম ছয় সাত দিন মনে হবে আপনার কিছুই নাই কিন্তু কিছুই থাকবে না হঠাৎ করে দেখবেন আপনি শ্বাসকষ্ট হয়ে গেছে তখন আপনাকে

হাসপাতালে নিতে হবে। আমেরিকার হাসপাতাল ছিল না আরতো বাংলাদেশ। আমরা যাতে হাসপাতালে নেওয়া যেতে হয় প্রিভেন্টিভ ইজ বেটার দেন ইয়প। কমপ্লিট লকডাউন ফুডের বনব্যবস্থা করতে হবে। এবং প্রিভেন্ট শান্তি জানো ওষুধ দেই সেটা পরে বলব এবং ভ্যাকসিনের কথাও আমি পরে বলবো। এখানে আপাতত ইয়া করলাম।

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর সায়েদুর রহমান কিছু কথাই মনে হচ্ছিলো যে আপনি বেশ জোরালো সমর্থন দিচ্ছেন যে উনি যেটি বলছেন যে অর্থকরী খরচ করার ব্যাপারে যে বিদেশ যেতে পারেন আমেরিকা যেতে পারেন। আপনি এখানে এক বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেননা গরিবদের জন্যে। সো কি করা উচিত আসলে?

প্রফেসর সায়েদুর রহমানঃ আমি আসলে মানে....

জিল্লুর রহমানঃ রাষ্ট্র তো কতগুলো স্ট্রিমলস প্যাকেজ ঘোষণা করেছে গার্মেন্টস থেকে শুরু হয়েছে ফলে সাধারণ দরিদ্র অসহায়দের জন্য সে জন্য বলা হচ্ছে যে সরকারের সেই টাকা ঠিকই গেছে কিন্তু যাদের পাওয়ার কথা ছিলো তারা আসলে পাননি।

প্রফেসর সায়েদুর রহমানঃ এই জায়গা গুলো তে আসলে না যেটা বলছিলেন মাসুদ স্যার যে আসলে দোষ সামাজিক যে নিম্ন স্তরের পূর্ণ অংশগ্রহণ না থাকার কারণে আসলে চিহ্নিত করা কঠিন। আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে সমাজের নিচে যখন মানে বিভিন্ন পর্যায়ে যেটা বলছেন স্থানীয় সরকার বা জনপ্রতিনিধিরা উনারাই জানেন আসলে সমাজের দরিদ্র মানুষটিকে চিহ্নিত করা কার মাধ্যমে সহজ? এবং সাধারন মানুষ আসলে তাদের কথায় ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজের নেতা বা বিভিন্ন ক্লাবের নেতা তাদের মাধ্যমে আসলে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের মাধ্যমে আসলে প্রভাবিত হয়। এবং যে কথাটি বলছেন যে আসলে বিত্তশালী অংশের প্রতি কোন হাহাকারও দেখতে পাই না। আমরা একটু বন্যা হলে যেভাবে সারাদেশে জাতীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে যেভাবে হোক সাহায্য সহযোগিতা করে আমরা মনে করি যে আসলে এই বিষয়টি আবার আসা দরকার ছিল। যে কথাটি বললেন মাসুদ সাহেব যে আসলে দেশের শ্রম মানে দেখেন আপনারা খেয়াল করে ব্যতিক্রম বাদ দিলে সমাজের যে সংবৃত অংশ তারা কিন্তু প্রতিবেশী বা তার ঢাকা শহরে পাবেন ২ কোটি মানুষ সেখানকার ৩০ লক্ষ মানুষ আছে যাদের আসলে আমরা যতদূর জানি প্রতিদিনের সাহায্যের প্রয়োজন। তা আমরা বাকি ১ কোটি ৭০ লক্ষ্য মানুষের মধ্যে অন্তত পক্ষে কোটি খানিক মানুষ আছে যারা একজন মানুষ একজন মানুষের দায়ভার বহন করতে পারে আসলে খাবার-দাবারে।

জিল্লুর রহমানঃ জি।

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ আমরা এই ব্যাপারগুলোতে সীমাবদ্ধ চ্যানেলে আপ করতে পারতেছিনা। এবং আমরা আসলে একে টাস্কটা সম্পন্ন হবে যেটা স্টার প্রতিষ্ঠানটা দৃশ্যমান হওয়া দরকার যেখানে এই সাহায্য সহযোগিতা করলে এটি আসলে মানুষের কাছে পৌঁছাবে। এই ছোট ছোট ঢাকা শহরে কিন্তু বেশ কিছু উদাহরণ দেখবেন, ছোট্ট একটা স্কুল চলছে একদম সাধারণ গণত্রিক কাজের মধ্য দিয়ে। এবং বাংলাদেশে আসলে বন্যার সময় যদি ৮৮র বন্যার কথা ভাবেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা তো বটেই তারপরও বিভিন্ন দুর্যোগ গুলোতে মানুষ কিন্তু মানুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে সবার পাশে দাঁড়িয়েছে। এবারে সেটা অনুপস্থিত অথবা খুবই অল্প

ক্ষেত্রে সেটা দৃশ্যমান। তো আসলে এক্ষেত্রে আমাদের ধারণা যেটা নীতিনির্ধারকদের এই ব্যাপারটিতে সচেতন হওয়া দরকার যে সমাজের অংশগ্রহণ ছাড়া আসলে বিশাল লড়াই বিজয় অর্জন সম্ভব না।

জিল্লুর রহমানঃ জি প্রফেসর প্রফেসর আমরা তো টিকার প্রসঙ্গটা এখন বলা হচ্ছে যে ভ্যাক্সিনেশন হচ্ছে প্রধান রক্ষাকবচ। এবং আমরা টিকাটা শুরু করেছিলাম বেশ ভালোভাবে। কিন্তু এখন এসে এক ধরন এক ধরনের লেজে কবর অবস্থার মধ্যেই মনে হয় পড়ে গেছে বাংলাদেশ। কেন এই অবস্থা তৈরি হলো বলে মনে হয় এবং আসলে টিকার যে কথাবার্তা নানান জনের নানান ভাবে বলছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক ভাবে বলছেন তিনি বলছেন সবাই আশ্বাস দেয় কেউ টিকা দেয় না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন টিকা আসবে কোত্থেকে আসবে সেটা তিনি বলতে পারছেন না। এক এক জন এক এক কথা বলছেন। এবং আমরা যেসব আসার খবর ও টিকা আসার খবরা-খবর পাচ্ছি মানে গিফট হিসেবে বা নানাভাবে সেগুলো ৫ লাখ ১০ লাখ ১৫ লাখই কিন্তু আমার তো টিকা দরকার অনেক। সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতিটা কেন এরকম তৈরি হলো এবং আসলে কোন অবস্থার মধ্যে আছি কোথায় যাচ্ছি কি করা উচিত?

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ একটা সুযোগ টিকার ক্ষেত্রে যদি আমাদের আজকের অবস্থান নিশ্চিত করতে হয় প্রথমে আমাদের চেয়ে শব্দ শোনাবে সেটা হচ্ছে যে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিকা কূটনীতির যে ভূমিকা সেটা সেটা পার্সিভ করতে আমরা ফেল করেছি কখনো যখনই টিকা আবিষ্কারে কথা উঠেছিলো বিভিন্ন পর্যায় থেকে বারবার বলা হচ্ছিলো টিকা কিন্তু প্রাণরক্ষার উপাদান দিয়ে এটি প্রাণ হরণের উপাদানই আসলে গুরুত্ব বহন করবে। সাবমেরিন যেমন চাইলেই কেনা যায়না টিকাও চাইলে কেনা যাবে না। এই সতর্কবাণী টি আসলে আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে খেয়াল করেছি যে উপেক্ষিত হয়েছে। এবং তার ফলে যেটা হয়েছে আমরা ৩ কোটি টিকার একটি চুক্তি সম্পাদন করে আমরা আত্মতুষ্টিতে পুক্ত থাকার কারণে পরবর্তীতে যে টিকাগুলো আস্তরন করলো যেদিন চুক্তি হয় সেদিনের জন্য ঠিক আছে। কারণ তখন তিনটি মাত্র টিকা অনুমোদিত মর্ডান, ফাইবার এবং অ্যাস্ট্রো জনিকা। অতএব সে ক্ষেত্রে আমাদের জন্য পছন্দ হিসেবে এই চুক্তি ডিল করা ঠিক আছে। তারপর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন টিকার উৎস থেকে আরো অনেক কোটি কারণ আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে গড়ে ১২ মাসের ২৪ কোটি রোল দরকার যদি ২ ডোজের টিকা হয়। ও তিন কোটি টিকা সংগ্রহ করে যদি আমরা ২৪ কোটির জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে যে ভুলগুলো হতে থাকেসেটা হয়েছে আমরা তখনকার চলমান গবেষণাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি। ফলে ভবিষ্যতে টিকা যে কোন কাজকে আমরা বর্তমান হিসেবে আমরা উপহার হিসেবে দেখছি। এই টিকা গুলো আমাদের দ্বারে ঘুরে গিয়েছিলো। আমরা তাদেরকে গবেষণার সুযোগ দিয়ে সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সেই পথে আমরা এগোতে পারিনি। এবং ১২ কোটি ১২ না ২৪ কোটি টিকা আজকের বাস্তবতায় যদি বলেন আমি অবশ্যই আমরা সব সাফল্যই চাই। কিন্তু আমরা যতদূর শুনলেন সমস্ত পৃথিবী টিকা উৎপাদনে যে সামর্থ্য এবং সেগুলো যেগুলো অ্যাডভান্স বিক্রি হয়ে আছে যে পরিমাণ টিকা সেই হিসাব মিলালে আমাদের জন্য আগামী ১২ মাসেও আসলে আমাদের বাকি যে সাড়ে ১১ কোটি মানুষ যারা টার্গেট পপুলেশন আছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংসদ টিকা সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ আমি বলবো নেই বললেই চলে। অতএব এই অবস্থায় আমাদের তিনটি পর্যায় আছে রিলেশন টিকার ক্ষেত্রে আমাদের একটি হচ্ছে ক্রয় যেটি আমাদের ইমিডিয়েট মহামারী মোকাবেলার জন্য, দ্বিতীয়টি হচ্ছে উৎপাদন যেটি এই

মহামারিতে মেইনটেইন করার জন্য প্রয়োজন হবে কারণ আমরা প্রতি বছর বছর আসলে এই ২৪ কোটি টিকাকে কিনতে পারব না। অতএব এটি উৎপাদন এবং আমাদের উদ্ভাবন। বিজ্ঞান ধারাবাহিকভাবে নেগ্রেটিক হয়েছে বিধায় আজকে বাংলাদেশ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে। বরং আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই বাংলাদেশ বিজ্ঞানের সকল শাখা এবং তার মধ্যে আবার চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণায় চরমভাবে অবহেলিত হয়েছে দীর্ঘদিন যাবত আমি যার ফলে আসলে আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি আপনারা খেয়াল করবেন এই পশ্চিমা বিশ্বে বিভিন্ন বড় বড় ল্যাবরেটরি নাসা থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে অসম্ভব প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা বাঙালিরা কাজ করেন। কিন্তু তাদের বাংলাদেশি উদ্ভাবনের সামর্থ্য খুবই দুর্বল অবস্থা। তার প্রধান কারণ হচ্ছে গবেষণায় একেবারে অগ্রাধিকার না থাকা। এবং আমরা গবেষণা করেছি পৃথিবীর মানুষ মঙ্গলগ্রহে হেলিকপ্টার উড়ানো নিয়ে। মানুষের শরীরের ভাইরাস যাওয়া নিয়ে না। যে কারণে আমরা আসলে একটি ভাইরাসকে প্রাণ কি প্রাণ না এই প্রশ্নে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অতএব আমরা বলবো যে বাংলাদেশকে আসলে এই ভ্যাকসিন এর ক্ষেত্রে এখন পৃথিবীতে কি নতুন প্রযুক্তি আছে প্লান্ট ইন এ বক্স বাংলাদেশের উচিত হবে এই ধরনের প্লান্ট ইন এ বক্স দ্রুত সুট করে এনে নিজস্ব সামর্থ্য তৈরি করা কারণ ভ্যাকসিন শুধুমাত্র এই মহামারীর জন্যই নয় ভ্যাকসিন একটি সার্বভৌমত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। তবে আবার একটা ব্যাপারে আমি একটু সতর্কবাণী উচ্চারণ করবো যেটা মাসুদ স্যার বলছিলেন। ভ্যাকসিন একমাত্র নিয়ামক নয়। এই ব্যাপারটি সতর্ক হওয়া দরকার আমাদের। ভ্যাকসিন আমাদের একটি অস্ত্র অন্যান্য অস্ত্রভান্ডারের মধ্যে। এমনকি আমরা বলতে চাই মাস্ক আসলে ভ্যাকসিন এর চাইতেও কার্যকর আসলে এবং যে কথাটি একটু আগে মাসুদ স্যার বলছিলেন, যেইভাবে নিয়মিত ভেরিয়েন্ট এর উৎপাদন হয়েছে এবং আগামীতেও হবে তখন আসলে ভ্যাকসিনকেউ প্রতিনিয়ত বদলাতে হবে। এবং তখন কিন্তু আমাদের এই শুধুমাত্র যেটাকে বলে আমরা চোখ, নাক, মুখ এই তিনটাকে লক করে দিলে কিন্তু পরে আমরা যে কোন ভাইরাস যত মিউট্যান্টই হোক না কেন সেটা থেকে রক্ষা পেতে পারবো। অতএব ভ্যাকসিনের আলোচনার গুরুত্ব দেওয়া ভ্যাকসিন সম্পর্কে চেষ্টা করবো কিন্তু সবচাইতে সহজ এবং কার্যকর যে মাধ্যম মাস্ক এটার গুরুত্ব যেনো সে ক্ষেত্রে অবহেলিত না হয় বাংলাদেশে ২০ কোটি মাস্ক কেন বিতরণ করা হয় না এই প্রশ্নটাই আমি আপনার মাধ্যমে বিধিনির্ধারকদের সামনে উপস্থিত করতে চাই। ২০-৩০ কোটি মাস্ক কি বিতরণ করা যেতে পারে না সারা দেশজুড়ে?

জিল্লুর রহমানঃ অনেক অপেক্ষা মৌলিক প্রশ্ন কারণ এটা মাস্ক উৎপাদনের জন্য তেমন কোন সমস্যা হওয়ার কথা না। তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশ এত রমরমা অবস্থা এবং অনেক প্রভাবশালী। তারাই আসলে এটি করে দিতে পারেন সরকারকে সহায়তা করতে পারেন। প্রফেসর মাসুদুল হাসান।

ডা. মাসুদুল হাসানঃ ধন্যবাদ আইসির সাপোর্ট প্রফেসর সায়েদুর রহমান হি টক ভেরি নাইসলি। এন্ড ভেরি সাইন্টিফিক্যাল। প্রথমেই আমি বলবো যে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন কিন্তু সবাইকে ভ্যাকসিনের ট্রেড করতে হবে। বা ভ্যাকসিন দিলেই যে আমি নিরাপত্তা ফাস্ট টু ভ্যাক্সিনেশন, না। ফাস্ট ইজ মাস্ক, মাস্ক ইজ দা ফাস্ট ভ্যাকসিন। সেকেন্ড ইজ ভ্যাকসিনেশন। থার্ড ইস বেটার বেটার দ্যান কিওর' আমি ভ্যাকসিনের প্রসঙ্গে আসি, বাংলাদেশে ভ্যাকসিন এর সম্বন্ধে আমি যদি চাই আই ওয়াজ বিজি উইথ ফর্ম ফাস্ট উইক অফ মেক। প্রফেসর সায়েদুর রহমান শুনেছেন। আমি কিন্তু তাইওয়ান মার্টিনের কথা বলেছিলাম। যেটি প্রফেসর তারেক আলম এবং ডঃ

আব্দুল্লাহকেও বলেছিলাম। আমার বন্ধু কনক্রান্তিক উনাকেও বলেছিলাম এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

জিল্লুর রহমানঃ আমরা আন্ডার মেট্রিক প্রফেসর মাসুদুল হাসান আমরা আন্ডার মেট্রিক এর বিষয়ে পরে আসি ভ্যাকসিনের অবস্থাটা কি একটু শুনে নিতে চাই আমি। কারণ আমরা এখানে ঢাকার কাগজে খবর দেখেছি যে আপনারা কয়েকজন চিকিৎসক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার...

মাসুদুল হাসানঃ ধন্যবাদ আপনাকে। ভ্যাকসিন আমাদের আজ থেকে দু মাস আগে প্রায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ড. আব্দুল মোমেন উনি আমাকে পার্সোনাল টেলিফোনে টেলিফোন করে বললেন যে আমরা সরকার থেকে চেষ্টা করছি পররাষ্ট্রসচিব মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় ওয়াশিংটন শহিদুল ইসলাম রাষ্ট্রদূত জাতিসংঘের ফাতেমা সরকার এবং সবাই আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু কেউ আমাদের কোনো সাড়া দিচ্ছে না। আপনারা যারা আছেন আমেরিকান ডক্টর এবং প্রবাসীরা আপনারা বরং স্বাক্ষর করে আপনারা প্রেসার করেন বাইডেন সরকারের প্রতি। যাতে আমরা ভ্যাকসিনটি পাই। তারপরে আমরা চারজন পরিচয় দিয়ে বলছি মাহমুদ চৌধুরী শামস যিনি একজন আইসিএস অফিসার রেচারড এবং বাংলাদেশ ইউনাইটেড ন্যাশনাল ২৫ ইয়ার্স বিভিন্ন সিনিয়র পদ ছিলেন। উনি আমি আমার পরিচয় তো জানেন প্রফেসর জিয়াউদ্দিন আনোয়ার সাদেক প্রফেসর সামিরাত আওয়ার ফেয়ারেন ফেয়ার ইউনিভার্সিটি অবশ্যই ডক্টর সামসুদ্দীন সাহেবের ছেলে মেডিকেল কলেজে আমরা একই ব্যাচে এবং প্রফেসর হাফিজ চৌধুরী হাফিজ আহসান যিনি নাকি কে৩৭ ঢাকা মেডিকেল কলেজ যে গভর্নর অফ কার্নিভাল অফ আমেরিকান বোর্ড অক কার্নিডিনি নেভাডা তাকেই আমরা বসে আমরা প্ল্যান করলাম এবং কি প্লান পার্সোনাল কার্ডিয়লজিস্ট অফ ক্যাথরিন সেন্টার অফ নেভাডা। ক্যাথরিন আওয়ার ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড কমল হাইলেস হেডস। তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে কমল হাইলেসের এর সঙ্গে জুম মিটিং এ কথন তৈরি করি। উনি বলেন যে ইউরোপিজ কান্ট্রি ওয়াশিংটন এই নিয়ে আমরা ১৮ বার ওয়াশিংটন গিয়েছি যখন আমরা ওয়াশিংটন গেলাম তখন কমল হ্যারিস ঠিক বলে দিল বাংলাদেশকে ভ্যাকসিন ডিসট্রিবিউশন টিমে ঢুকাও। কারণ আমরা যতই বলেই ভ্যাকসিন ডিসট্রিবিউশনটি ফ্রম বাইডেন হোয়াইট হাউস অফিস মিটএ ডিসাইড কে কত ভ্যাকসিন পাবে? তখন আমরা গেলাম এবং ওখানে বাংলাদেশী কোন নামগন্ধও ছিল না। আমরা বরং একে বলছি ওকে বলছি তখন উইথ দা হেল্প অফ অনারেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট গভর্নর হ্যারির আমরা আমাদের নামটি আমরা রেজিস্টার করতে পারলাম এবং প্রফেসর হাফিজকে ওয়ানলি বাংলাদেশি ডক্টর যাকে নাকি আমরা প্রতিনিধি করলাম। তারপরে আমরা বললাম উই নিড ১.৫ মিলিয়ন অ্যাস্ট্রোজনিকা অ্যাট ইমিডিয়েটলি দেন ইউ আর রানিং ৭০ মিলিয়ন। তখন ওরা আশায় ছিল ৭ মিলিয়ন ভ্যাকসিন যাবে সারা পৃথিবীতে ফাস্ট ইয়াতে অ্যাস্ট্রো বাংলাদেশ উইল গেট ওয়ান মিলিয়ন। আমরা চারজন বসলাম তিনদিন পরে বললো অ্যাস্ট্রোজনিকা ভ্যাকসিন যেটা বার্কিমো ইনকোয়ারি পেয়েছিল ৭০ মিলিয়ন সেটি ত্রুটি দেখা দিয়েছে এটি অ্যাপ্রুভ হবে না। এবং ডেট এক্সপায়ার সো উই উইল লট অফ ডিস্ট্রিবিউটেড ভ্যাকসিন উই উইল বাই ৫০০ মিলিয়ন অফ ভ্যাকসিন ফর দা কান্ট্রি টু বি ইঞ্জেক্ট দা ভ্যাকসিনেশন। যখন বাইরে চলে গেল ইউরোপে ইউরোপা একটি ঘোষণা দিল। ইউরোপ থেকে আসার পরে বাইডেন সরকারের আমরা ওয়েট করতেছি এবং আবার মিটিং হলো তিন দিন পরে এবং ওখানে বলল আমরা ৫ মিলিয়ন অ্যাস্ট্রো ইয়া আপনার ২.৫৫ মিলিয়ন ভ্যাকসিন যাবে তারমধ্যে ২.৫ মিলিয়ন ভ্যাকসিন আমরা বাংলাদেশকে দিব। এবং 2.5 মিলিয়ন কি দিবা তোমরা আমরা বললাম হোয়াইট

জেআরজে অর্ষা প্রসিড করমারারা কারণ এটা সংরক্ষণ ফাইজারের মতো এতো কঠিন না। তখন তারা 2.5 মিলিয়ন ইয়ার মার্ক করলো বাংলাদেশ যাবে থ্রো কোব্যাক্স হওয়ার গভমেন্ট টু গভমেন্ট। আমরা প্রেশার করতে লাগলাম। তো এইমাত্র আন্তর্জাতিক তেহেরানের কী বলে আপনার ওয়াশিংটনে গিয়েছিলাম আমরা চারজন এই মাত্র খবর আসলো যে ডক্টর ইয়াকে প্রফেসর হাসান চৌধুরীকে তারা অলরেডি ডিটেন দিয়েছে। উই ডিড এ ভেরি শর্ট টাইম ২.৫ মিলিয়ন ভ্যাকসিন আর গোয়িং টু বাংলাদেশ থ্রো কোব্যাক্স অর গভমেন্ট টু গভমেন্ট ইন ডিক্লাইডার। আফটার দ্যাট রোল বাই রোল আমরা ভ্যাকসিন পাবো সুতরাং ইট ইজ ডান। কিন্তু একজন কয়েকটা কথা আছে সবাই বলছেন যে সবাই এটা করছে কিন্তু সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশী প্রবাসীরা যে কাজটি করেছে সবাই মিলে এবং এটা বললে ভুল হবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় এবং সরকারিভাবে ওনারা রাতদিন চেষ্টা করছে। কিভাবে ভ্যাকসিন আনা যাবে। বাট এই প্রক্রিয়াটা যে বাংলাদেশকে বোঝানো…

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর থ্যাংক ইউ আপনারা জেএফর দিয়েছেন তার জন্য অবশ্যই বাংলাদেশে আমরা যারা আছি তারা আমরা কৃতজ্ঞ এবং আপনারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এবং এটা আমরা শুরু থেকেই জানতাম যে ওয়ান হেলথ অর্গানাইজেশন এর মাধ্যমে হোক উন্নত দেশগুলো কিছু কিছু গিফট হিসেবে বা ডোনেশন হিসেবে তারা কিছু কিছু ভ্যাকসিন সবাইকে দেবে এবং বাংলাদেশও তার মধ্যে আছে। তালিকায় হয়তোবা ছিল আপনারা তালিকায় ঢুকেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু পরিমাণ যেটা বাজে ভাবে আসবে ধরেন ২.৫ মিলিয়ন মিনস ২৫ লক্ষ। ২৫ মানে আপনার ১২ লাখ সাড়ে ১২ লাখ আপনি ইউরোপকে দিতে পারবেন। তো এইভাবে তো আসলে বাংলাদেশে কত দিনে ভ্যাক্সিনেশন করা হবে? আমি বলছি আরো ফাম কোনো ডিসিশন না নিলে…

মাসুদুল হাসানঃ পরে জিনিসগুলো দিচ্ছি যেখানে সবাই জানেন উই আস্ক ফর টেন মিলিয়ন ভ্যাকসিন এবার ২.৫ তারপরে ২.৫ যাবে আমরা কিন্তু এমনিতে বসে নাই। সুইডেন থেকে এস্ট্রোজনিকা ১.৫ মিলিয়ন গিফট হিসেবে পাঠানোর জন্য আমরা রেডি হয়ে গিয়েছি। আপনি শুনবেন হয়তো এই জুলাই মাসের মধ্যে সেটা পাঠানো সম্ভব হবে। অ্যাজ এ গিফট বাংলাদেশে ১.৫ মিলিয়ন যারা পান নাই সেকেন্ড সেটা পাঠানো হবে। এবং আরো শুনে খুশি হবেন আমরা আপনার টেলিভিশনের মাধ্যমে বলেছিলাম আজ থেকে ২ মাস আগে যে বাংলাদেশে উই প্রডিউস ভ্যাকসিন যেমন প্রফেসর সাঈদ বললেন এবং এই কলনির কাছ থেকে এবং ইনশাআল্লাহ আপনাকে বলতে চায় আমি এবং ডক্টর সাদেক আমরা যেভাবে কাজ করছি এই ভ্যাকসিন টার পাঠানো মানে অনুদান ইজ কমপ্লিটেড নাউ উই আর স্টার্টিং হাউ টু প্রটেক্ট ভ্যাকসিন? অনেকে আমাকে এখন বললেন যে অনেকগুলা কোম্পানি বাংলাদেশে বঙ্গভ্যাকসিনা করছে। আমার মতে দশটা কোম্পানি আসুক তাদেরকে ভ্যাকসিন বানানোর সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু এটা ঠিক হবে না যে বি এম আর সি যেটা নিয়ম কানুন আছে সেই নিয়মকানুন মেনেই ভ্যাকসিন বানাতে হবে। কারণ আমি একটা ভ্যাকসিন বানানোর অনুমোদন দিলাম তারপরে যদি লোকজন ভ্যাকসিন নিয়ে মারা যায় কোন কিছু হয় সুতরাং অনেকে বলছেন এখানে আমার সাথে কয়েকজনে পরিচয় আছে কালকেই কথা হচ্ছিল যে বাংলাদেশ সরকার ডিলে করছে নো ইট ইজ নট আমার কাছে যেটা খবর আছে উনাদের এনিমেল ট্রাস্টে সমস্যা আছে তা আপনি যদি ট্রেইলটা সমস্যা ভাবেন উনি একজন সাইন্টিস্ট আওয়ার এক্স

প্রফেসর সাইদুর রহমান। উনি বলতে পারবেন আমার থেকে ভালো উইদাউট সাইন্টিফিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট উইদাউট ভ্যাকসিন বানানোর ঠিক না।

জিল্লুর রহমানঃ সেই সেই বানালেও সেটা কেউ নিবেনা বাংলাদেশের মানুষ অ্যাস্ট্রোজনিকার ভ্যাকসিন নিতেই প্রথমে সাহস করেনি। কাজেই সেই ভ্যাকসিন...

মাসুদুল হাসানঃ এবং এবং জিল্লুর ভাই আর একটি কথা বলি ইনশাআল্লাহ আপনার কেনেনিবেশি নিয়ে আমি বলেছিলাম যে আমরা ভ্যাকসিন পাঠাবো। আমরা অনুদান হিসেবে পাঠাচ্ছি। যতটুক পারি অনুদান উই আর ট্রাইড।

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর সাইদুর রহমান একটু আমাদেরকে বলবেন যে এই ভ্যাকসিন উৎপাদন নিয়ে আপনিও বলছিলেন প্রফেসর মাসুদও বলছিলেন কিন্তু যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর ট্রায়াল' নিয়ে প্রশ্ন তোলা তুললেন এবং সেগুলো যথার্থ। মানুষ খুব নিশ্চিত না হলে এটি আসলে খেলাধুলার বিষয় নয়। এবং এটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিরও দরকার হবে। দেশের স্বীকৃতি তো বটেই। কিন্তু এই যে যে ভ্যাকসিন আসছে বলে কবিতার মাসুদ বলছেন সুইডেন থেকে আসছে এস্ট্রোজনের ভ্যাকসিন। আমি একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাই যে যারা প্রথম ডোজটা নিয়ে এখন কয়েক মাস ধরে অপেক্ষা করছেন তারা দ্বিতীয় রোজ কবে নাগাদ দিলে আসলে সেটা ইফেক্টিভ হবে মানে এই বিষয়ে কোন তথ্য উপাত্ত বা গবেষণা আছে? কেউ বলতে পারবেন মানে এক সময় আমরা শুনেছি এক মাসের মধ্যে তার পরে আমরা শুনলাম দুই মাসের মধ্যে তার পরে সেটাকে বাড়িয়ে তিন মাস পর্যন্ত ধরা হলো এখন আসলে যারা প্রথম ডোজ নিয়ে অপেক্ষা করছেন তাদের আসলে কত দিনের মধ্যে টিকা নিলে আসলে তাদের শরীরে সেটা কার্যকর ভূমিকা রাখবে। মানে কোন আছে কিনা তথ্য?

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ আমি একটু বলে নেই এটা আসলে বিজ্ঞানের কোন মানে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মানে বলছি কারণ গবেষণালব্ধ ফল নয়। আমি জাস্ট আপনাদের জানার জন্য যে Astrazeneca যে ভ্যাকসিনটি বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে সে গবেষণাটি যখন হয়েছিল তখন সেটি দুটি ডোজের মাঝখানে চার সপ্তাহের ব্যবধান ছিল । সেটি ভারতে ব্যবহার করা হচ্ছিল ছয় সপ্তাহের ব্যবধানে, বাংলাদেশে ব্যবহার করা হচ্ছিল আট সপ্তাহের ব্যবধানে, যুক্তরাজ্যে প্রথমে আট সপ্তাহ পরে সেটাকে বাড়িয়ে 12 সপ্তাহের ব্যবধানে এবং কানাডায় ব্যবহার করা হয়েছে 16 সপ্তাহের ব্যবধানে। যেটা ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট করে এটা আসলে এক ধরনের এক্সট্রা পলিশন মানে এক ধরনের অংক যেটা করে চেষ্টা করা হয়েছে একটা ব্যালেন্স আনার যে ঠিক কতদিন পরে দিলে পরে আমরা দ্বিতীয় ডোজের প্রথমটা তো আসলে প্রাইম ফাস্ট সেকেন্ড না মানে প্রাইমিং এন্ড বুস্টিং সো প্রাইম করার কতদিন পরে করলে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে যেটা কে বলছে ওনারা দুই ধরনের মানে প্রটেকশন দুই রকম একটা এন্টি বডি আরেকটা কানাডার সিদ্ধান্ত যে 12 এবং 16 সপ্তাহে যাওয়ার পেছনে উনারা খেয়াল করলেন যে 4 সপ্তাহ বা 8 সপ্তাহের চাইতে 12 সপ্তাহে যদি সেকেন্ড ডোজটা দেয়া যায় তাহলে এটা দীর্ঘমেয়াদী প্রোটেকশন সেলুলার আমরা বলছি যে এই জিনিসটা ম্যাক্সিমাইজ করা যাবে কখন। এই ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড এবং এবং লেবেল টাও অপটিমাম লেবেল এটেন করা যায় যেটা রিফ্লেক্ট ফর প্রোটেকশন protection । ক্যানাডা আরো বেশি পিছিয়ে দিয়েছিল অন্য একটি উদ্দেশ্যে তারা ভেবেছিল অধিক তাদের ভ্যাকসিনের অভাব ছিল তারা প্রথম ডোজটি অধিক মানুষকে দিতে চেয়েছিল এবং তারা ওই 12 থেকে 16 এ অতিরিক্ত চার সপ্তাহ সময় একটু ঝুঁকি

নিয়ে ছিল যে একটু কম প্রোটেকশন থাকলেও আমরা বেশি মানুষকে প্রথম ডোজটা দিয়ে দিই। অতএব আসলে এখন যে প্রশ্নটা বাংলাদেশের মানুষ অপেক্ষা করছেন যারা প্রথম ডোজ নিয়ে তাদের জন্য বলা যায় যে ছয় মানে 16 সপ্তাহর ব্যবধানে ভ্যাকসিন দেয়ার যথেষ্ট উদাহরণ দেশে আছে। কিন্তু আমি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই Astrazeneca র আবিষ্কারক দলের যিনি প্রধান উনার একটা ইনফর্মাল কমিউনিকেশন আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে আসলে দ্বিতীয় ডোজের যেকোনো আমি এই কথাটি একটি উদাহরন দিয়ে উল্লেখ বলি।

জিল্লুর রহমানঃ জি জি জি

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ যে আসলে একটি বই আমরা যদি ফিজিক্স বই পড়ি ফিজিক্সের কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি ফিজিক্সের ওই বইটি পড়ি তাতে আমাদের পরীক্ষাটি যেমন হয় যদি ভালো ইয়ে হয় দ্বিতীয়বার কিন্তু একই রকম ভাবে লেখা দ্বিতীয় অন্য বই ফিজিক্স পড়লেও আমাদের পরীক্ষা তেমন খারাপ হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে ভালো হয়। আমি আজকে আপনাদের সামনে বলে দেই আসলেই এটাকে কিন্তু বলা হয় হেটারোলোগাস প্রাইম বুস্ট এবং এবারের ভ্যাক্সিনেশন এ আগামীতে আসলে আপনি Astrazeneca র দ্বিতীয় ডোজ ফাইজার মানে এম আর এন এর ভ্যাকসিন অথবা নিউক্লিয়ার মানে আমরা বলি প্রোটিন সাব ইউনিট ভ্যাকসিন কে এম আর এন এর ভ্যাকসিন এভাবে কম্বিনেশনে অনেক ধরনের কম্বিনেশন আগামীতে আসবে কারণ দুটো কারণ একটি হচ্ছে সরবরাহের অসুবিধা আরেকটি হচ্ছে হেটারোলোগাস প্রাইম বুস্ট এ অধিক কার্যকারিতা। অতএব এটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে মেয়াদ এবং ভিন্ন ভ্যাকসিন ব্যবহারে অনেক উদাহরন আগামী এক বছরে তৈরি হবে

জিল্লুর রহমানঃ বাট

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ সেগুলো আসলে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যবহার করাই শুধুমাত্র যারা নীতিনির্ধারক তাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন এখানে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উপস্থিত থাকে তাহলেই এটা আসলে বাংলাদেশের মানুষের জন্য তেমন কোনো বড় ধরনের ঝুঁকি না এনে বরঞ্চ বেশি বাড়তি উপকারো দিতে পারে ।

জিল্লুর রহমানঃ বাট ঠিক এই মুহূর্তে করা যাচ্ছে না সেটি আপনি কি মনে করেন?

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ করা যাবে আমাদের তো ফাইজার বায়োটেক ছিল আমাদের তো আসলে এই এক বছর আগে

জিল্লুর রহমানঃ মানে আপনি বলছেন কিন্তু সেটির কি ট্রায়েল বা কোন কিছু করার দরকার আছে?

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ অবশ্যই আমি বলছি যে অন ট্রায়েল ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে গতকালকে তারা এটা রিলিজ করেছে প্রেস রিলিজ আকারে পাবলিশ করে নাই। কিন্তু সেখানে ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে যে ফাইজার মানে এসট্রাজেনেক, এসট্রাজেনেকা এই কম্বিনেশনের চাইতে এসট্রাজেনেকা, ফাইজার অথবা ফাইজার এসট্রাজেনেকা দুটো কম্বিনেশনই সুপেরিয়র।

এটা কিন্তু তারা ক্লিয়ারলি বলেছে কথাটা এবং এটা আমরা গত বহুদিন ধরে বলছিলাম যখন ফাইজার এসছিল যে এগুলো আসলে দ্বিতীয় ডোজ হিসেবে দেয়া যেতে পারে। কারণ এটা তাদের থিউরিটিক্যাল সাইন্স একটা আছে কিন্তু এটা একটা ব্যাপার আমি আজকে বিনীতভাবে বলতে চাই যে এগুলো কোম্পানিগুলো তো চাইবে না কোনদিন আপনি কথাটা খুব খেয়াল করেন সবাই চাইবে দ্বিতীয় ডোজটা তার কাছেই থাকুক।

জিল্লুর রহমানঃ হু হু হু

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ অতএব এইক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে যে স্বাধীন বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে রিসোর্স অ্যালোকেশন দরকার অ্যাক্যাডেমিশিয়ান এবং স্বাধীন বিজ্ঞানীদের যে বিজ্ঞান চর্চার স্বাধীনতা না দিলে এই জিনিসগুলো আবিষ্কৃত হবে না। অতএব আমরা আশা করবো যে আসলে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা আসলে এই মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ বলি আমরা এই ধরনের গবেষণা গুলোকে ইনকারেন্স করে আমাদের এই ডাইভার্স অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমাদের এ জনগোষ্ঠীর জন্য কোনটি সবথেকে উপযোগী সেটি উদ্ভাবনের জন্য যেন তারা আসলে একটু মনোযোগী হন। কারণ কোন কোম্পানি তা চাইবে না যে তার দ্বিতীয় ডোজটি তার বদলে অন্য ভ্যাকসিন দেয়া হক।

জিল্লুর রহমানঃ থ্যাঙ্ক ইউ। অ্যা ডক্টর মাসুদুল হাসান আপনি প্রিভেনশন এর কথা বারবার বলতে চাইছিলেন। সো আমরা একটু শেষের দিকে চলে এসছি সো আমার মনে হয় যে আপনার সেই কথা শুনে রাখা ভালো আমাদের ।

ডঃ মাসুদুল হাসানঃ আমি দেখেন অ্যা জিল্লুর ভাই আমি আপনাকে ও খেতে বলেছিলাম। আমি সবাইকে খেতে আমি নিজেও খাচ্ছি । আই ওয়াজ ভ্যাকসিনেটেড । কিন্তু আমি 15 দিন পর পর আইভার ভাক্টিন খাচ্ছি। আমি একটা ভ্যাকসিনেশনের কথা যেটা আমি উত না আমাদের চার জনের মধ্যে যে একজন আছেন মিস্টার মাহফুজ ইসলাম চৌধুরী বাপ্পী হি ওয়াজ ভ্যাক্সিনেটর বাই ফাইজার সেকেন্ড ডোজের আফটার ফর্টি ফাইভ ডেজ। হি ওয়াজ সাফারিং ফ্রম কফ । স্লাইড কফ। 5 জন ডাক্তারের কাছে গিয়েছে তারা বলছে ইট ইজ নাথিং আমি বললাম যে ইহা অ্যাপ্রুভ ফর টেস্ট ইমিডিয়েটলি ।আমেরিকান ডাক্তার বলছে এন্ড ইট ওয়াজ করোনা আর্টিফিশিয়ালস ওয়াজ পজেটিভ। এবং আমি তাকে ডক্সিসাইক্লিন সাত দিন এবং 5 দিন আগারমেট্রিক দিলাম। হি ইজ কমপ্লিটলি ওকে অল দা সীক এন্ড হি ওয়াজ নেগেটিভ। সুতরাং প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। ফাস্ট ইজ মাস্ক। সেকেন্ড ইজ ভ্যাকসিনেশন। এভরিবডি শুড বি। আর ভ্যাকসিন যতক্ষণ পর্যন্ত না আসতেছে বাংলাদেশের নাইনটি সেভেন পারসেন্ট কিউরড ইন ইন্ডিয়া এ নিউ ডেইরি বাই আগারমেট্রিক। গভমেন্ট প্রটোকল ইন উত্তর প্রদেশ কলকাতা তে খাচ্ছে, আমেরিকাতে খাচ্ছে, লন্ডনে খাচ্ছে, ক্যানাডা তে খাচ্ছে, ব্রাজিলে খাচ্ছে হোয়াই নট ইন বাংলাদেশ । আমাদের আমার কথা হচ্ছে যে আমরা ওই যে এখনি প্রফেসর সায়ীদ বললেন যে আমরা বলছিলাম কিন্তু এক ভ্যাকসিন নিয়ে আরেক ভ্যাকসিন ইয়ে করা যায় । দিস ইজ কারেক্ট। কোম্পানিরা কখনোই চাবেনা যে এই ভ্যাকসিন ডেভ্লপ। যাইহোক ফর দেট রিজন উই আর ট্রাইং ফর অ্যাস্ট্রোজনিকা। বাট এভরি বডি সুড টেক আই ভার ভাক্টিন এভরি টেনডেজ নাউ ইন এম্পটি স্টমাক আপ টু ফাইভ ইয়ার্স ইফ দে ক্যান টেক। এবং তারা যদি নেয় তাদের করো না হলেও তারা কিন্তু হাসপাতালে দৌড়াতে হবে না। সুতরাং মানুষকে যদি আমি বাসা থেকে জনপ্রতিনিধিকে দিয়ে হেলথ ওয়ার্কার কে দিয়ে আমি

আইভার ভাক্টিন টা দিতে পারি আন্টিল ভ্যাকসিনেটেড স্টিল দেখেন আমি একটা কথা বলছি আমরা মুক্তিযুদ্ধ যখন করেছি ইন্ডিয়ান আর্মি কিন্তু পিছনে থাকতো আমরা সামনে যেতাম। ফর হোয়াট সামনে বারুদ। আমরা কিন্তু দেখতাম আমরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ করে এসছি এখন কিন্তু আমাদের ক্লিনিকাল ট্রায়াল অনেক হয়ে গেছে এখন এসব নিয়ে কাম নাই। ইট ওয়াস গোয়িং টু মেস আপ। আপনার বাংলাদেশে এখনও মেস আপ হয় নাই। অনলি ফর আইভার ভ্যাকটিন আই সুড সে। এবং আমি যেভাবে বলে আসছি এখন আপনারা আইভার ভ্যাকটিন খাবেন, ভ্যাকসিন নিবেন, মাস্ক পরবেন। সরকার লকডাউন দিবে সরকার একা কিছু করতে পারবে না সরকারকে আপনারা সাহায্য করুন। আর আমলাদের সাথে জনপ্রতিনিধিদের আমি রিকোয়েস্ট করব।

জিল্লুর রহমানঃ আমলাদের সাথে জনপ্রতিনিধি নাকি জনপ্রতিনিধির সাথে আমলা? এই ব্যাকেও তো

ডঃ মাসুদুল হাসানঃ নো জনপ্রতিনিধি আমলা মানেই

জিল্লুর রহমানঃ কে সামনে থাকবেন কারন প্রতিটা জেলার এখন কোঅর্ডিনেশন এর দায়িত্ব হচ্ছে ব্রোকারস রা।

ডঃ মাসুদুল হাসানঃ সামনে থাকবে জনপ্রতিনিধি। কারণ কোভিনেন্ট দায়িত্ব ফাস্ট জনপ্রতিনিধি দেন আমলা তারা বলবে তারা যাবে গ্রামে-গঞ্জে কয়টা ভ্যাকসিন লাগবে কি অসুবিধা তারা নিজ হাতে খাবার বিতরণ করবে এটাই হলো জনপ্রতিনিধিদের দেশ প্রেম। এরাও মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশকে যদি কেউ ভালোবাসে জনপ্রতিনিধিদের আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা এগিয়ে আসেন শুধু জনপ্রতিনিধি এগিয়ে আসতে হবে দল-মত-নির্বিশেষে এগিয়ে আসেন ।এগিয়ে এসে সরকারকে সাহায্য করেন।আমলাদেরকে বলেন দিজ থিং ইজ হাপেন। তাহলে কিন্তু এই করোনা আর এই সাত দিন এবং 14 দিন লকডাউন করলে আপনারা যদি না মানেন ইকোনোমি নষ্ট হবে বাংলাদেশ নিচের দিকে নামবে। সুতরাং আমি লকডাউন ও শাটডাউনের বেশি সাপোর্ট করিনা ।আমি সাপোর্ট করি নিজেকে সচেতন হতে হবে মাস্ক পড়তে হবে এন্ড সেভেন ডেজ টু ফরটিন ডেজ কমপ্লিট লকডাউন যেটা বলছে সেনাবাহিনী নামবে ইস ভেরি গুড বাট আমার কথা হচ্ছে আরেকটি জিনিস আমি দেখতে পেয়েছি যে ডাক্তারদের রাস্তাঘাটে যাদের মুভমেন্ট পাস মুভমেন্ট পাস ফর দ্যা ডক্টর আমেরিকাতে যখন ঘুরেছি তখন আর্মি সৈনিক সবাই ছিল ডক্টর গাড়িতে লেখা ছিল এমডি ডক্টর এর জন্য কোন সাতখুন মাপ ডক্টর এবং প্রশাসন তাদেরকে যেতে দেন। তাদের পরিচয় নেওয়ার কোন দরকার নেই। আর ইউ এ ডক্টর গিভ ইওর আইডেন্টিটি গো টু ইওর হসপিটাল।

জিল্লুর রহমানঃ এবার পাসের কোনো ব্যবস্থা নেই। এবার পাসের কোন বিধান রাখা হয় নাই। কারোর জন্যই না।

ডঃ মাসুদুল হাসানঃ ভেরি গুড। তাহলে ডক্টর এর গাড়ি বাধাহীন চলবে। ডক্টরা তো নকল করতে পারে না ডক্টরের যত সাইন থাকবে ।তাদের কাছে হসপিটালের পাস থাকবে যে যাতে করে ইউ ক্যান গো বাই ইওর কার্ড অটো। কারণ ডাক্তাররা, প্রথমে খোদা, তারপর ডাক্তার তারপর শর্ট লাইনার। যে যতই বলুক এখন বা সারা পৃথিবী আগে যুদ্ধ করতো আর্মি নিয়ে

অস্ত্রের ব্যবসা চলত। এখন শুরু হয়ে গেছে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসা। ভ্যাক ভ্যাকসিন বাণিজ্য। এইটা নিয়া আমরা বাংলাদেশে মুখ থুবরে পড়ি নাই। জননেত্রী শেখ হাসিনার রাতদিন চিন্তা করছেন এবং আমরা যারা আছি আমেরিকার মধ্যে এখান থেকে কথা দিচ্ছি জিল্লুর ভাই বাংলাদেশে প্রতিষেধক যাবে।

জিল্লুর রহমানঃ জি ধন্যবাদ।

ডঃ মাসুদুল হাসানঃ জুলাই মাস থেকে ভ্যাক্সিনেটড হবে এবং সবকিছুই হবে ভ্যাকসিন ও প্রডিউস হবে । ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই আপনি

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর সায়েদুর রহমান একটু বলবেন উনি প্রিভেনশন এর কথা যেটি বলছেন এটি নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক আমরা শুনি একথা ঠিক যে দীর্ঘদিন যাবত প্রফেসর মাসুদুল হাসান বলছেন ডক্টর তারেক আলম বলেছেন আরো অনেকেই বলছেন আবার অনেকেই এটিকে এখন পর্যন্ত প্রমাণসিদ্ধ বা বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন না। তো আপনার অপিনিওন শুনতে চাই।

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ হ্যাঁ মানে এই বিষয়টা আসলে আমি দ্বিতীয় স্কুলে আর কি মানে আমি মনে করি এখন পর্যন্ত যথেষ্ট প্রমাণ হয়নি তবে যেটি উনারা বলতে চাচ্ছেন যে এটার কিছু ইম্পেরিকেলি হয়েছে আরেকটি স্ট্রংমেটা এনালাইসিস হয়েছে গত তিন কয়েকদিন আগে । এই মেটা এনালাইসিস টাতে যথেষ্ট স্ট্রেন্থ আছে সেখানে প্রায় 86 ভাগ প্রটেকশন। কিন্তু যেহেতু আসলে আমাদের এমনিতেই আপনি কোনরকম ইন্টারভেনশন ছাড়াই 80 ভাগ হয় সো 86 ভাগ প্রটেকশন টাকে ইন্টারপ্রেট করার ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু এই মেটা এনালাইসিস টা সবচেয়ে রোবাস্ট এটা অ্যাক্টিভলি কনসিডার করতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রেগুলেটর যেটা ওনারা বললেন রেগুলেটর এবং সাইন্টিস্ট কমিউনিটিতে এই মেটা এনালাইসিস এর পরে আমরা আশা করবো যে আমরা আসলে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় চিন্তার ক্ষেত্রে হয়তো পরিবর্তন হবে বেশ কিছু। কিন্তু এখন মানে এই মুহূর্তে আসলে এটা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য আমি করতে চাই না। তবে আমি মেটা এনালাইসিস এর দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। আর যে ব্যাপারটি উনি বার বার নজরে আনছেন সেটা হচ্ছে যে মাস্ক আমাদের আসলে লকডাউনের এ ব্যাপারটা একটু আমি মাসুদ স্যারের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে লকডাউন তো আসলে লাস্ট অপশন। আমাদের জন্য এটা শেষ অপশন আমরা আসলে খুব আনন্দের সঙ্গে লকডাউন চাইনা কিন্তু যে জায়গায় এসে পৌঁছে গেছে আমাদের যে সংক্রমণের হার মৃত্যুর যে অবস্থা এবং আমরা দেখি আজকে যদি একশজনকে মৃত্যু ভাবি এটা হচ্ছে গত 14 থেকে 21 দিন আগের সময়কার ঘটনা মানে সেই সময় যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা আজকে মৃত্যুবরণ করছে ।আজকে যদি তাদের সংক্রমণের হার দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে গেল তাহলে আগামী 14 দিন পরে কি ভয়াবহ অবস্থা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য চিন্তা করে দেখেন। অতএব সেই কারণে আমরা আসলে মনে করি যে আগামী আসলে 21 দিনের জন্য মানে ঈদের পরবর্তী সময় কালের জন্য একটি লকডাউন এখানে এবং সেখানে কোন শিথিলতা ছাড়া খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ বাকি সহায়তা গুলো তারা রাষ্ট্রের নিশ্চিত করবে কিন্তু যদি তার ব্যত্যয় ঘটে এটা বারবার যেটা ঘটছে আমরা যেটা উনি বললেন যা আমরা হয়তো সাত দিনের লকডাউন এ যা অর্জন করি পরের 15 দিনে তা বিসর্জন দেই। এই যদি চলতে থাকে তাহলে এই গত যা চলছিল সেটাই ঘটবে আশা করবো এবার নীতিনির্ধারকরা বিজ্ঞানের এই নিয়ম টি এবং

অর্থনীতির সঙ্গে এটাকে সমন্বয় করে ওনারা আগামী অন্তত ঈদের পর পর্যন্ত এটাকে লম্বা করবেন এবং একটি টার্গেট বলে দিতে হবে আসলে যে শতকরা পাঁচ ভাগের নিচে না নামলে সংক্রমণ কোন জেলা থেকে লকডাউন লিফটিং হবে না, শতভাগ মাস্ক না পরলে কোন জায়গা থেকে লকডাউন লিফটিং হবে না। এ দুটো বিষয় কে স্পষ্ট করলে কিন্তু আসলে প্রিভেনশন এর একটা একটা ভিজিবল নাম্বার থাকতে হবে আমরা যদি বলে দেই তাহলে কিন্তু মানুষ বুঝতে পারবে যে আসলে ঘরে থেকে সংক্রমণকে কমাতে হবে আর ঘর থেকে বের হলে মাস্ক পরতে হবে । এদুটো যখন নিশ্চিত হবে তখনই আমার জেলায় আসলে কার্যক্রম ফিরে আসবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ।

মোঃ সায়েদুর রহমানঃ মনে করে এ দুটো বিষয় স্পষ্ট হলেই যথেষ্ট

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর মাসুদুল হাসান জাস্ট এক মিনিট সময় আছে আমার হাতে আপনার জন্য।

ডঃ মাসুদুল হাসানঃ ধন্যবাদ প্রোফেসর সাঈদ ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই ধন্যবাদ আমার চ্যানেলের মূল্যবান এবং দর্শক বৃন্দ ।আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা লকডাউন যেটা সরকার দিয়েছে ওটা মানেন এবং মাস্ক পড়েন এবং ভ্যাকসিনের জন্য চিন্তা করবেন না আপনারা নিজেরা সচেতন হোন এবং আমি যে ওষুধটির কথা আবারো বলেছি আপনারা আইভার ভ্যাকটিন খান ধন্যবাদ।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর ডঃ মাসুদুল হাসান এবং প্রফেসর মোঃ সায়েদুর রহমান আমাদের সাথে এ আলোচনায় যুক্ত হবার জন্য। দর্শক কথা হচ্ছিল কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে। এবং আজকে যে পরিস্থিতির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ এটি আসলে আমাদের সকলের সকলের যারা দায়িত্বে আছেন যারা দায়িত্বে নেই সাধারন ভাবে আমরা নাগরিক প্রত্যেকের উদাসিন্নের একটা চরম বহিপ্রকাশ ঘটল এবং অ্যা এবং এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা দাঁড়িয়েছি এখন হয়তো প্রতিদিনই নানান রেকর্ড আমরা গড়তে থাকবো এবং সে রেকর্ড গুলো সুখকর বা স্বস্তিকর নয় আমাদের কারোর জন্যই । এবং অ্যা সর্বোচ্চ সীমানায় অনেকটাই পৌঁছে গেছি আমরা। এবং এটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবার কোনো প্রস্তুতি আসলে আমাদের নেই। কারণ আমরা ঐ প্রস্তুতির বা আমাদের যা সামর্থ্য তার সারচুরেশন পয়েন্টে আছি। কাজেই এখান সামনের পরিস্থিতি আর বাড়তে দিলে সেটি আমরা কোনভাবেই সামাল দিতে পারব না । অ্যা লকডাউন সম্পর্কে লকডাউন কেন মানুষ মানে না লকডাউন সম্পর্কে আরো আসলে কর্তা ব্যক্তিরা সুস্পষ্ট কোনো ধারণা দিতে পারেননি তারা বারবার কথা বদলেছেন কথা বদলেছেন মানুষ তাতে আস্থা রাখতে পারেনি মানুষ সেটিকে হালকাভাবে নিয়েছে কাজেই এখন যা করতে হবে সেটা ওনারা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন এক সপ্তাহ 1 সপ্তাহে আসলে হবেনা দুই সপ্তাহ সেটি হবেনা কারণ দুই সপ্তাহ পরে পরিস্থিতির সামনে ঈদ আবার সেই বাড়ি যাওয়ার ঢল এবং ফেরত আসার ঢল নামবে। কাজেই এটিকে পরিষ্কার করে বললে ঈদ পর্যন্ত রাখতে হবে। আনন্দ করবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে ত্যাগ স্বীকার করা এবং এই ঈদ ত্যাগের ঈদ কাজেই ত্যাগস্বীকার আমরা যেন সর্বতোভাবে করবার চেষ্টা করি এবং অ্যা পরিষ্কার করে উনারা বলেছেন যতক্ষণ না সংক্রমণ আমরা ফাইভ পার্সেন্ট

এর নিচে নামিয়ে আনতে না পারছি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শতভাগ মাস্ক পড়ার ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে লকডাউন থেকে আসলে সরে দাঁড়ানো খুব একটা ভালো কিছু হবে না অ্যা এবং আমরা একটা যুদ্ধ অবস্থার মধ্যে আছি এবং যুদ্ধ অবস্থায় যাদেরকে প্রয়োজন তাদেরকে সরকার অবশ্যই সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে এবং যাদের সামর্থ্য আছে তারাও অসহায়দের পাশে দাঁড়াবেন এবং সবাইকে মাথায় রাখতে হবে যে স্বাভাবিক অবস্থায় আমি যেভাবে জীবন চালাই একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় আমি যদি সেরকম সুযোগ-সুবিধা চাই এটি কিন্তু হবে না কাজেই সেটিও মাথায় রাখতে হবে এবং বাংলাদেশ সরকারের সামর্থের কথা আমাদেরকে সীমিত সামর্থের কথা মাথায় রাখতে হবে এবং সরকারকেও আবার এটি মাথায় রাখতে হবে যে তারা যেহেতু বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির কথা এতদিন মানুষকে শুনিয়েছেন বলেছেন কাজেই মানুষের তো প্রত্যাশা বাড়বেই প্রত্যাশাটা তারাই বাড়িয়ে তুলেছেন কাজেই প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্বটাও তাদের । জনপ্রতিনিধি এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে দূরত্বটা সেটির সংসদে দুদিন আগে আমরা আলোচনা শুনেছি। কাজেই অ্যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের সবার উপরে রাখতে হবে তার শিক্ষা থাকুক কিংবা না থাকুক অর্থ থাকুক কিংবা থাকুক তার মেধা থাকুক কিংবা না থাকুক কারণ তার সঙ্গে জনগণের একটা সংযোগ আছে সেটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বেই আসলে আমলাতন্ত্র সহ সমাজের সকল গোষ্ঠীকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বাংলাদেশের একটা বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আছে এবং আমরা জানি যে দ্রুত ধনী হবার তালিকায় অ্যা বাংলাদেশ সবার শীর্ষে অবস্থান করছে কাজেই তাদের আরও একটু মানবিক হয়ে সরকারের পাশে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত এটি আমার অতিথিরা বলছিলেন এবং টিকা কূটনীতি ভ্যাকসিন কূটনীতিতে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা আমরা অনেকদিন ধরে শুনছিলাম কিন্তু কোভিড কালে এসে আমরা আসলে দেখলাম যে আসলে আমরা অত্যন্ত দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছি অ্যা সেখান থেকে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এবং বাংলাদেশের গবেষণা অ্যা বিজ্ঞান এগুলো অত্যন্ত অবহেলিত আমার অতিথিরা বলছিলেন সেটির প্রমাণ আরো একবার মিলল কাজেই বিজ্ঞান এবং গবেষণার দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং চিন্তায় বিজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাটা আমাদের করতে হবে। অ্যা টিকা এক টিকা এক ডোজ দেয়ার পরে অন্য টিকা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন বলে উনারা মনে করেন। অ্যা টিকার কোম্পানিগুলো বা ফার্মাসিটিক্যালস কোম্পানি গুলো সেটি সায় দিবে না কিন্তু আসলে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেটি হয়তো আরো ভালো হতে পারে। এই মিক্স এন্ড ম্যাচ প্রক্রিয়ার মধ্যে উনারা যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এবং সব মিলিয়ে সব কথার শেষ কথা ভ্যাক্সিনেশন এর কোন বিকল্প নেই সেটি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ ভ্যাকসিন হচ্ছে উনারা চিহ্নিত করেছেন মাস্ক কে মাস্ক পরতে হবে সামাজিক দূরত্ব এই শব্দের মালার ব্যবহার আমরা করতে চাই না পারস্পরিক দূরত্ব আমাদের বজায় রাখতে হবে হাত ধোয়ার অভ্যাসটা রক্ষা করতে হবে এবং যত ধরনের আনন্দ আয়োজন সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানাদি সেগুলো থেকে আপাতত নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে। দর্শক আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।